খ্রীষ্টিয় ঐক্য প্রচেষ্টা ও
আন্তঃ ধর্মীয় সংলাপ

শাস্ত্রবানী ঃ

‘‘আমি এখন প্রার্থনা করছি শুধু তাদেরই জন্য নয়, বরং সেই সব মানুষেরও জন্যে যারা তাদের কথা শুনে আমার প্রতি বিশ্বাসী হয়ে উঠবেঃ আমি চাই, সকলেই যেন এক হয়ে ওঠে।

পিতা, তুমি যেমন আমার মধ্যেই আছো আর আমি রয়েছি তোমার-ই মধ্যে, তারাও যেন তেমনি আমাদেরই মধ্যে থাকে, তেমনি এক হয়েই থাকে, যাতে জগৎ এই কথা বিশ্বাস করতে পারে যে, সত্যিই তুমি আমাকে প্রেরণ করেছ। আমাকে তুমি যে মহিমা দিয়েছো, তাদের আমি সেই এক - ই মহিমা দিয়েছি, যাতে তারা এক হয়, যেমন আমরা দু’জনেই এক-তাদের মধ্যে আমি আর আমার মধ্যে তুমি - যাতে তারা সম্পূর্ণ-ই এক হয়। তাহলেই তো জগৎ বুঝতে পারবে যে, সত্যিই তুমি আমাকে প্রেরণ করছে আর তুমি যেমন আমাকে ভালবেসেছ, তেমনি তাদেরও ভালবেসেছ! .... (জন ১৭:২০-২৪)

(এছাড়া, জন ২০:১৪-১৬; তিমথী ২:৪; জন ৪:৭:৪১ (বিশেষ করে পদ ৯- ১০)

প্রারম্ভিক প্রার্থনা ঃ

‘‘ হে পিতা, তুমি আমাদের সৃষ্টি করেছ তোমার আপন সাদৃশ্যে ও প্রতিমূর্ত্তিতে। আমরা সকলে মিলে গড়ে তুলি এক মানব সমাজ। আমরা তোমার অন্বেষন করি এবং বিশ্বাসের তীর্থ পথে এগিয়ে চলি তোমার দিকে। তুমি আমাদের সাহায্য করো যেন যীশুখ্রীষ্টের প্রকৃত শিষ্য হয়ে আমরা যেন অন্যান্য সনাতন বিশ্বাস ঐতিহ্যের অনুগামী ও মণ্ডলীর প্রতি হাত বাড়িয়ে তাদের সাথে একতার বন্ধনে গড়ে তুলি এক ও অভিন্ন এক খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়। খ্রীষ্টিয় ঐক্য প্রচেষ্টার এই প্রৈরিতিক কার্য্যে তুমি আমাদের সাহায্য করো খ্রীষ্টীয় ঐক্য স্থাপনে। আন্তঃধর্মীয় সংলাপ প্রবর্তনের আমাদের এ প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা যেন মানবজাতির ঐক্য ও সৃষ্টির সংহতি আরো সুদৃঢ় করতে পারি।

আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে এই প্রার্থণা করি আমেন।।

ভূমিকা

খ্রীষ্ট-ঐক্য প্রচেষ্টা

খ্রীষ্ট ধর্মের দু’হাজার বছর পুরানো ইতিহাস ঘাটলে আমরা দেখতে পাই যে যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা স্থাপিত খ্রীষ্টমণ্ডলী বহু - দল / গোষ্ঠি / মণ্ডলী-তে বিভক্ত হওয়ার বেদনা প্রতিনিয়ত অনুভব করে এসেছে এই বিখণ্ডিত মণ্ডলী কিন্তু যীশু খ্রীষ্টে। ইচ্ছার সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী। তাই, প্রভু খীষ্ট... দ্বারা অনুপ্রাণিত এই ঐক্য প্রচেষ্টা আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে সকল খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর মাঝে ঐক্য স্থাপন করা। এর মাধ্যমেই আমরা ঈশ্বর ভগবানের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হব।

‘খ্রীষ্টিয় ঐক্য প্রচেষ্টা আন্দোলন’ বলতে আমরা সেই সকল পদক্ষেপ ও কার্যকলাপ কেই ইঙ্গিত করি যা খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর বিভিন্ন প্রয়োজন অনুসারে এবং খ্রীষ্টিয় ঐক্য স্থাপনের সুযোগের সদব্যবহারের জন্য পরিকল্পিত ও প্রাবদ্ধ হয়ে থাকে।।

আপ্তঃ ধর্মীয় সংলাপ

একদিকে যখন যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নতী ও আধুনিকরণে আমাদের পৃথিবী এক বৈশ্বিক গ্রামে পরিণত হচ্ছে, তখন অন্যদিকে সারা বিশ্ব-সমাজ জাতি, ধর্ম, ভাষা ইত্যাদি বিভেদজনক কারণে সংকীর্ণ ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ছে।। এবং এই পরিপেক্ষিতেই খ্রীষ্টমণ্ডলী আন্ত:ধর্মীয় সংলাপ-এর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, বিশেষ করে ভারতের মত বহু- সাংস্কৃতিক বহু ধর্মীয় পরিবেশে। মণ্ডলীর এই প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্যই হল সকল মানুষ যেন তাদের সব মতপার্থক্য দূঢ় করে, সব

বিরোধ মিটিয়ে ফেলে মানবতার পুনরুদ্ধার ও সৃষ্টির সংহতি সাধনে সকলে এক আত্মা হয়ে সৃষ্টিকর্ত্তার সন্তান রূপে শান্তি ও ঐক্যের পরিমণ্ডলে এই পৃথিবীতে বাস করতে পারে।।

ভাগ ১ঃ খ্রীষ্টমণ্ডলীর শিক্ষা

১.১ খ্রীষ্টিয় ঐক্য প্রচেষ্টা

‘‘ দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার অন্যতম প্রধান ভাবনা হ’ল সমস্ত খ্রীষ্টভক্তদের মধ্যে একতা পুনঃপ্রতিষ্ঠ করা। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট একটি মাত্র মণ্ডলী-ই স্থাপন করেছেন। কিন্তু বিভিন্ন খ্রীষ্টান সমপ্রদায় মানুষের সামনে নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকে খ্রীষ্টের প্রকৃত উত্তরাধিকারী -রূপে। তারা সবাই খ্রীষ্টের অনুগামী বলে নিজেদের স্বীকার করে, অথচ তাদের মতামত ও চলার পথ এত ভিন্ন যে, দেখলে মনে হয়ে স্বয়ং খ্রীষ্ট-ই যেন বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। এই বিভক্তি অবশ্যই খ্রীষ্টের ইচ্ছার বিরুদ্ধ, সমগ্র বিশ্বের কাছে লজ্জাজনক এবং তা তাঁর পূণ্যতম উদ্দেশ্যের জন্য ক্ষতিকারক অর্থাৎ বিশ্বের সমস্ত সৃষ্ট প্রাণীর কাছে সুসমাচার প্রচারের জন্য এক প্রধান অন্তরায় স্বরূপ।

আমরা যদিও পাপী, তথাপি সর্বযুগের প্রভু আমাদের হয়ে তাঁর অনুগ্রহের পরিকল্পনা প্রজ্ঞা ও ধৈর্যশীলতার সঙ্গে বাস্তবায়িত করে যাচ্ছেন। খ্রীষ্টভক্তদের এই বিচ্ছিন্নতার জন্য এক গভীর অনুতাপ এবং একতাবদ্ধ হওয়ার এক তীব্র আকাঙ্খা বর্তমানকালে তিনি তাদের হৃদয়মনে উদারভাবে জাগিয়ে তুলেছেন।

২য় (ভাটিকান মহাসভা নির্দেশনামা Unitatis Reintegration Art #1)

‘‘ক্রুশীয় মৃত্যু ও গৌরবময় পুনরুত্থানের পর প্রভু যীশু তাঁর অঙ্গীকৃত পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করলেন। পবিত্র আত্মার মাধ্যমেই তিনি নতুন সন্ধির লোকদের সংঘবদ্ধ করেন এবং বিশ্বাস আশা ও ভক্তির ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হওয়ার অনুপ্রেরণা যোগান। তাই প্রেরিত শিষ্য পল শিক্ষা দেন ঃ ‘‘ তোমাদের আহবান ক’রে পরমেশ্বর তোমাদের সকলেরই সামনে যে আশা তুলে ধরেছেন সেই আশা যেমন এক, তেমনি খ্রীষ্টের সেই দেহটিও এক আর পবিত্র আত্মাও এক প্রভু এক, খ্রীষ্টবিশ্বাসও এক, দীক্ষাস্নান ও এক”(এফে ৪:৪-৫)। কারণ ‘‘ তোমরা , যারা দীক্ষাস্নানে খ্রীষ্টের সঙ্গে মিলিত হয়েছ, তারা সকলেই নববেশরূপে পরিধান করেছ স্বয়ং খ্রীষ্টকে !.. কারণ খ্রীষ্ট যীশুর সঙ্গে মিলিত হয়ে এখন তোমরা সকলেই এক হয়ে আছা।”(গালা.৩:২৭-২৮)

বিশ্বাসীদের অন্তরে অবস্থানরত এবং সমগ্র মণ্ডলীতে বিরাজমান তত্ত্বাবধায়ক পবিত্র আত্মা বিশ্বাসীদেরকে খ্রীষ্টের সাথে এমনভাবে সংযুক্ত ও সম্মিলিত করেন যে যীশু খ্রীষ্টই হন মণ্ডলীর ঐক্যের মূল উৎস ‘‘যাতে ভক্তজনেরা খ্রীষ্টিয় সেবাকার্যের জন্যে যথার্থই উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারে আর এইভাবেই গড়ে তুলতে পারে খ্রীষ্টের সেই দেহটি” (এফে.৪:১২)। সে জন্য পবিত্র আত্মা খ্রীষ্টমণ্ডলীকে বিভিন্ন আধ্যত্মিক ত্রাণ ও সেবার কার্যাবলী দিয়ে সম্পদশালী করে রাখেন।”

‘‘.... ঈশ্বরের এই এক ও একমাত্র মণ্ডলীতে কিছু বিভেদ ও দলাদলির সৃষ্টি হয়েছিল , যা সাধু পল তীব্রভাবে নিন্দা করেছিলেন। তথাপি পরবর্তী শতাব্দীগুলোতেও আরও মারাত্মক মতভেদ সৃষ্টি হয় যার কারণে বেশ বড় কয়েকটি সম্প্রদায় কাথলিক মণ্ডলীর একাত্মতা থেকে বিছিন্ন হযেপড়ে, যার জন্য অনেক সময় উভয় পক্ষেরই দোষ ছিল।।

(২য় ভা মহাসভা নির্দেশনামা, Unitatis Reintegration Art #3)

‘‘বর্তমানকালে পবিত্র আত্মার প্রভাবে পৃথিবীর বহুস্থানে যীশু খ্রীষ্টের ইচ্ছানুযায়ী পূর্ণ একতা আনয়নের জন্য প্রার্থনা, বাণীপ্রচার এবং কাজের মাধ্যমে বহু প্রচেষ্টা চলছে। তাই মহাসভা সমস্ত কাথলিক বিশ্বসীদের নিকট আবেদন করছে যেন তারা বর্তমান সময়ের গুরুত্ব উপলব্ধি ক’রে ঐক্য প্রচেষ্টার কাজ সক্রিয়ভাবে এবং বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে অংশগ্রহণ করতে পারে”।

(২য় ভা. মহাসভা নির্দেশনামা, Unitatis Reintegration Art #4)

১.২ আপ্তঃ ধর্মীয় সংলাপ

বর্তমান কালের এই যুগে মানুষ যখন অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে সম্মিলিত হচ্ছে এবং বিভিন্ন জাতির মানুষের বন্ধুত্বের বন্ধন

যখন দৃঢ়তর হচ্ছে, তখন মণ্ডলী আরও যত্ন সহকারে পরীক্ষা ক'রে দেখছে অখ্রীষ্টান ধর্মগুলোর সাথে তার যে সম্পর্ক রয়েছে তা কি অবস্থায় আছে। মানুষে মানুষে, এমন কি জাতিতে একতা ও ভালবাসা লালন করার জন্য তার যে দায়িত্ব রয়েছে সে বিষয়ে সচেতন হয়ে মণ্ডলী সূচনাতেই ভেবে দেখেছে কি কি জিনিষ সব মানুষের মধ্যেই বিরারজমান ও মানুষ মানুষ ভ্রাতৃত্ব- বাড়িয়ে তোলে।।

(২য় ভা মহাসভা নির্দেশনামা, Unitatis Reintegration Art #13)

সব মানুষ মিলে একটি মাত্র সমাজ গঠিত হয় ; কারণ সব মানুষ মিলে একটি মাত্র সমাজ গ ঠিত হয়। কারণ সব মানুষ এসেছে একই উৎসমূল থেকে যা ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন সারা পৃথিবীটাকে মানুষের বাসভূমি করার জন্য। আরেকটি কারণ হলো, সব মানুষ একই গন্তব্যের দিকে তথা ঈশ্বরের দিকে ধাবিত। ঈশ্বরের তত্ত্বাবধান, তাঁর সুস্পষ্ট উত্তমতা ও ত্রাণমূলক পরিকল্পনা সকল মানুষের জন্যই পরিব্যাপ্ত সেই অন্তিম দিনটিকে লক্ষ্য ক'রে যে দিন মনোনীতরা সকলে একত্রিত হবে সেই পূণ্য নগরীতে, যে নগরী ঈশ্বরের মহিমালোকে উদ্ভাসিত এবং যাঁর উজ্জ্বল দীপ্তিতে সকল মানুষ বিচরণ করবে।

(২য় ভা মহাসভা নির্দেশনামা, Unitatis Reintegration Art #1B)

৯/২১

অতীতকাল থেকে শুরু ক'রে আজ পযর্ন্ত বিভিন্ন জাতির মানুষের মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন শক্তির এক ধরণের সচেতনতা দেখা যায় যা প্রকৃতি ও মানবজীবনের ঘটনাবলীর অন্তরালে থাকে। কোন কোন সময় পরাৎপর সত্তার, এমন কি পরম পিতার স্বীকৃতি লক্ষ্য করা যায়। এরূপ সচেতনতা ও স্বীকৃতি থেকে এমন জীবনযাত্রার সৃষ্টি হয় যার ভিতর রয়েছে গভীর ধর্মীয় চেতনা।।

(২য় ভাটিকান মহাসভা , Nastra Actate, Artide2a)

যে সব ধর্ম উন্নততর সভ্যতার মধ্যে রয়েছে সেগুলো সুসংজ্ঞায়িত ধারণা ও সঠিক ভাষার মাধ্যমে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে চেষ্টা করে।.... এই সকল ধর্মে যা কিছু সত্য ও পবিত্র তার কিছুই কাথলিক মণ্ডলী বর্জন করে না। বরং মণ্ডলী শ্রদ্ধার সাথে দেখে বিভিন্ন মানুষের জীবন ও আচরণের ধরণ, তাদের বিধি-বিধান ও ধর্মীয় বিশ্বাস, যদিও এ সমস্ত তার নিজস্ব শিক্ষা ও নীতিবাক্য থেকে অনেক প্রকার ভিন্ন, কিন্তু অনেক সময় এগুলো সেই সত্যের রশ্মি বিকিরণ করে যা সব মানুষকে আলোকিত করে।।

(২য় ভাটিকান মহাসভা , Nostra Actatc, Article 26)

১০/২১

একমাত্র মধ্যস্থতাকারী যীশুখ্রীষ্ট, এই জগতে দৃশ্য সংগঠন রূপে তাঁর বিশ্বাস আশা ও প্রেমের সমাজ, তাঁর পবিত্র মণ্ডলীকে স্থাপন করেছেন এবং নিয়ত পতিপালন করে যাচ্ছেন। তাঁরই মাধ্যমে সমস্ত মানুষের কাছে তিনি সত্য প্রকাশ করেন ও অনুগ্রহ প্রদান করেন।।

(২য় ভাটিকান মহাসভা , Lunen Gentuim Article 8a)

দারিদ্র্য ও নির্যাতনের মধ্যে দিয়ে যেমন খ্রীষ্ট পরিত্রাণের কাজ সম্পন্ন করেছেন, তেমনি পরিত্রাণের ফল সমস্ত মানুষের নিকট পৌছে দেওয়ার জন্যে সেই একই পথ অবলম্বন করতে মণ্ডলীও আহুত।।

(২য় ভাটিকান মহাসভা , Lunen Gentuim Article 8c)

এই সব জনগোষ্ঠীর মধ্যে মণ্ডলীকে উপস্থিত থাকতে হবে সেখানে অবস্থানরত নিজ সদস্যদের অথবা তাদের কাছে পাঠানো সদস্যদের মাধ্যমে। সকল খ্রীষ্টভক্তজনেরই , তারা যেখানেই বাস করুক না কেন, তাদের নিজ জীবনের দৃষ্টান্ত ও ঐশবাণীর সাক্ষ্যবহনের মাধ্যমে সেই নতুন মানুষকে তুলে ধরার দায়ীত্ব আছে, যাকে তারা দীক্ষাস্নানে পরিধান করেছেন।

দায়িত্ব আছে সেই পবিত্র আত্মার শক্তিপ্রকাশ করা যাঁর দ্বারা হর্স্তাপণে তারা হয়েছেন শক্তিশালী, যাতে তাদের এই ভাল কাজ প্রত্যক্ষ্য করে অন্যেরাও স্বর্গীয় পিতার গৌরব করতে পারে এবং মানব-জীবন ও বিশ্ব-মানব- সংহতির প্রকৃত অর্থ আরো পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারে।

(২য় ভাটিকান মহাসভা , Ad Gentes, Article IIa)

আরো ফলপ্রসূভাবে খ্রীষ্টের সাক্ষ্য বহন করার জন্য তাদের উচিত ঐ সমস্ত গোষ্ঠীর লোকেদের সাথে সম্মান ও প্রেমের

সম্পর্ক স্থাপন করা। যে জনগোষ্ঠীতে তারা বাস করে, তাদের সদস্য হিসেবে নিজেদের বিবেচনা করা এবং মানব-জীবনের বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে সহভাগিতা করা। ঐ সব জনগোষ্ঠীর জাতীয় ও ধর্মীয় ঐতিহ্য সমূহের সঙ্গে তাদের পরিচিত হওয়া এবং তাদের মধ্যে ঐশ্যবাণীর যে বীজ লুকায়িত আছে, তা সম্মান ও আনন্দ সহকারে আবিষ্কার করা উচিত।।

(২য় ভাটিকান মহাসভা, Ad Gentes, Article IIb)

সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াদির সঠিক বিন্যাসের জন্যে খ্রীষ্টানদের উৎসাহী হওয়া এবং এ বিষয়ে অন্যদের সাথে সহযোগিতা করা উচিত। খ্রীষ্টের শিষ্যগন তাদের জীবন ও কাজের মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার দরুণ, তাদের কাছে যথার্থ খ্রীষ্টিয় সাক্ষ্য প্রদান ও তাদের পরিত্রানের জন্যে কাজ করতে প্রত্যাশী, এমন কি সেই সমস্ত স্থানে যেখানে খ্রীষ্টকে সম্পূর্ণভাবে প্রচার করা সম্ভব নয়। কারণ তারা শুধু মানুষের বস্তুগত উন্নয়ন বা সমৃদ্ধির জন্যে কাজ করেন না, বরং ধর্মীয় ও নৈতিক সত্যসমূহ শিক্ষাদানের মাধ্যমে যা খ্রীষ্ট নিজ আলোকে আলোকিত করেছেন- মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি ও ভ্রাতৃত্ববন্ধন সুদৃঢ় করার উপায় খোজেন, এবং এমনিভাবে ক্রমন্বয়ে ঈশ্বরের কাছে যাবার প্রশস্ততর পথ খুলে দেয়।। তাই ঈশ্বরের প্রেম ও মানুষের ভালবাসা, মানুষকে পরিত্রাণ লাভে সাহায্য করে, যার দ্বারা খ্রীষ্টের রহস্য আলোকজ্জ্বল হতে শুরু করে, যে রহস্যের মাধ্যমে ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট নূতন মানব হয় আবির্ভূত এবং যার মাধ্যমে প্রকাশিত হয় ঈশ্বরের প্রেম।।

(২য় ভাটিকান মহাসভা, Ad Gentes, Article No12b)

ভাগ ২ঃ আলো ও ছায়া পরিস্থিতি

২.১ আলো পরিস্থিতি

২.১.১ খ্রীষ্টিয় ঐক্য প্রচেষ্টা

- কাথলিক ও প্রটেস্টান্টদের মধ্যে সম্পর্ক সর্বদাই সুসামঞ্জস্যপূর্ণ, বিশেষ করে দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার পরবর্তীকালে।

- এ ব্যপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন ফা. আঁন্তোয়াঁ, ফা ফালোঁ, ফা.দ্যতিয়েন , ফা. পিলেট- দের মত যেসুয়েট ফাদারগন, পরবর্তীকালের যেসুয়েট পুরোহিতগণ ও কলকাতার ধর্মপ্রদেশ এই সুসর্ম্পক ক্রম-পরম্পরায় বজায় রেখেছেন।

- বর্তমান বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীর চারটি ঐশতাত্বিক বা বাইবেল সংক্রান্ত কলেজ / মহাবিদ্যালয় আছে। এগুলি হল -ঃ-

  ১) মনিং স্টার কলেজ, ব্যারাকপুর;

  ২) বিশপ্স্ কলেজ, কলকাতা,

  ৩) থিওলজিকল্ কলেজ এ্যাণ্ড সেন্টার, শ্রীরামপুর,

  ৪) খ্রীষ্টিয়ান্ বিব্লিকল কলেজ, দমদম

  খ্রীষ্টিয় ঐক্য প্রচেষ্টায় এই কলেজগুলির সহকারিতা ও যৌথ কার্যকলাপ সত্যিই প্রশংসনীয়।

- বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান, যেমন, প্রার্থনা সভা, আলোচনা সভা, ধর্মীয় সম্মেলন, ইত্যাদিতে প্রাদ্রী ও পুরোহিতদের এক সাথে মিলিত হওয়ার ঐতিহ্য এখানে রয়েছে।।

- খ্রীষ্টিয় ঐক্য প্রচেষ্টায় তিন সুত্র আছে, যাতে আমরা বেশ পোক্ত, তা হল-
  ১) আধ্যাত্মিক একতা - মিলিত প্রার্থনা সভা;
  ২) ধর্মতত্ত্বীয় / ঐশতাত্ত্বিক / বুদ্ধিবৃত্তিক একতা;
  ৩) সামাজিক কার্যক্রম

- ইউনিটি অক্টেভ (Unity Octave), ইস্টার র‍্যালি (Easter Rally) ও বিভিন্ন মণ্ডলী দ্বারা আয়েজিত অন্যান্য স্থানীয় অনুষ্ঠান এক সাথে উদযাপন করা।

২.১.২ আন্তঃ ধর্মীয় সংলাপ

- কাথলিক মণ্ডলী ও অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসীদের মধ্যে প্রথম থেকেই এক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে।
- বাংলার নবজাগরণ ও সমাজ সংস্কারকদের কারণে এখানে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও সহ-মর্মিতা চিরকালই একটু বেশী

- বাংলার মানুষজন বেশীর ভাগই উদরমনা, সুগ্রাহী ও বন্ধুভাবাপন্ন। তাই অন্যধর্মবলম্বী মানুষদের সাথে কথাবার্তা বা সংলাপ সহজেই শুরু করা যায়।

- এ ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে রামকৃষ্ণ মিশন ও তার বিভিন্ন কেন্দ্র গুলির, বিশেষ করে দক্ষিণেশ্বর, বেলুড় ও গোলপার্ক এ অবস্থিত কেন্দ্রগুলি।।

- অন্যান্য ধর্মের সদস্যদের সাথে কথাবার্তা ও সহযোগিতার এই মানসিকতা আমরা উত্তরাধীকারী সূত্রে পেয়েছি ফা.জোহান্স, ফা. ফালোঁ, ফা. আন্তোঁয়াঁন, ফা. দ্যতিয়েন, ফা.কুর্তয় (মুসলমাদের মধ্যে) এবং ফা. সের্গস (অনুসন্ধান কেন্দ্রে)। জেসুয়েটগণ ও কলকাতা ধর্মপ্রদেশও এই ঐতিহ্য বজায় রেখে চলেছেন ।

- কাথলিক মণ্ডলী অন্যান্য ধর্মের প্রার্থণা সভায় নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে।

- কোনো যৌথ সামাজিক বিষয় ও স্বার্থেও বিভিন্ন ধর্মের মানুষরা সমাবেত হয়ে থাকে।

- কিছু পুরোহিত ও সাধারণ ভক্তজনও ব্যক্তিগত ভাবে এই আন্তঃধর্মীয় সংলাপ পক্রিয়ায় বিশেষভাবে জড়িত।

- কলকাতা ধর্মপ্রদেশে বেশ কয়েকটি সংলাপ ও অনুসন্ধান কেন্দ্র চালু রয়েছে।

- আমাদের স্কুল ও কলেজগুলি সকল ছাত্র ছাত্রী ও তাদের পরিবার গুলির সাথে শুভেচ্ছা পূর্ণ ও প্রীতিপক সম্পর্ক স্থাপনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

২.২ ছায়া পরিস্তিতি

২.২.১ খ্রীষ্টিয় ঐক্য প্রচেষ্টা

- খ্রীষ্টিয় ঐক্য প্রচেষ্টার ব্যাপারে সচেতনতা ও আগ্রহের অভাব।

- এমন কি, এ ব্যাপারে যতটুকু প্রয়াস বা উদ্যম নেওয়া হয়, তা বেশীর ভাগই পুরোহিত ও পাদ্রীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ, ভক্তসাধারণদের মধ্যে নয়।

দরিদ্র্যদের স্বার্থে নেওয়া সামাজিক কার্যক্রমের স্তরে কোনো সহযোগিতা নেই।

২.২.২ আন্তঃ ধর্মীয় সংলাপ

- যৌথ প্রার্থনা সভা অথবা পারস্পরিক কোন উদ্বেগের কারণে একত্রিত হওয়া ছাড়া কোনো নিয়মিত ও সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী বা সম্পৃক্ততা নেই বললেই চলে।

- অন্যান্য ধর্ম বিশ্বাস ও ধর্ম ঐতিহ্যের বাস্তবতার গভীর অনধাবন ও সম্মান প্রদাণে আমাদের স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন ও সংবেদনশীল করে তোলোর বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

ভাগ ও - লক্ষ্য নির্ধারণ

৩.১ ঐক্য প্রচেষ্টা

আমাদের ধর্মপল্লীগুলিকে সত্যিকারের বিশ্বাসযোগ্য খ্রীষ্টিয় ঐক্য প্রচেষ্টার সম্প্রদায় করে গড়ে তোলা।

৩.২ আন্তঃধর্মীয় সংলাপ

আমাদের ধর্মপল্লীর সম্প্রদায়গুলিকে এমনভাবে গড়ে তোলা, তার যেন অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে তাদের ধর্মীয় ঐতিহ্য ও বিশ্বাসস-ব্যবস্থা উপলব্ধী করে, তাদের সাথে হাত মিলিয়ে, এক হয়ে, সুসমাচারের মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে এক ন্যায়পরায়ন সমাজ গড়ে তোলার কাজে নিবেদিত হয়।

ভাগ৪ঃ কর্ম প্রক্রিয়া পরিকল্পনা

প্রতিটি ধর্মপল্লীতে কেন্দ্র স্থাপন করা এবং তার সদস্যদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।

৪.১ খ্রীষ্টিয় ঐক্য প্রচেষ্টা

- ইউনিটি অক্টেভ (Unity Octowe), ইস্টার র‍্যালি (Easter Rally) ও অন্যান্য সমপ্রকার কার্যক্রমগুলি আরও কার্যকরীভাবে আয়োজন করা যাতে আরে বেশী সংখ্যায় মানুষ তাতে যোগদান করতে পারে।।

- পাদ্রী ও পুরোহিতগন যেন আরো নিয়মিতভাবে প্রার্থনা সভা, মিলনসভা, সমাবেশ ও আলোচনা সভায় একত্রিত হয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিকল্পনা করতে পারে।।

৪.২ আন্ত-ধর্মীয় সংলাপ

- যারা আন্ত:ধর্মীয় সংলাপ-এর সাথে যুক্ত আছে অথবা আগ্রহী আছে, তাদের জন্য কর্মশালা ও আলোচনা সভা নিয়মিতভাবে আয়োজন করা।।

- আমাদের স্কুলগুলির ছাত্র-ছাত্রীদের অন্যান্য ধর্ম বিশ্বাস ও তাদের পর্বপালন সম্বন্ধে অবগত করে তোলা।

- প্রতিটি ডীনারী (Deanery) ও আঞ্চলিক স্তরে, অনুসন্ধান বা মতবিনিময় কেন্দ্র স্থাপন করো। যেখানে এই রকম কেন্দ্র ইতিমধ্যেই আছে, তাদেরকে লোকবল ও উপাদান দিয়ে সাহায্য করা।

ভাগ৫ ঃ আলোচনার জন্য প্রশ্নমালা

- খ্রীষ্টিয় 'ঐক্য প্রচেষ্টা ও' আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ' বলতে আপনি কি বোঝেন?

- খ্রীষ্টিয় ঐক্য প্রচেষ্টা ও সংলাপ এর বিষয়ে আপনার ধর্মপল্লীতে ঐক্য প্রচেষ্টা ও আন্তঃ ধর্মীয় সংলাপ এর কি কি কার্যক্রম চালু রয়েছে?

- অন্যান্য খ্রীষ্টিয় মণ্ডলী ও পেন্টেকস্টল দল গলিকে আপনি কি চোখে দেখেন?

- আন্ত ঃ ধর্মীয় সংলাপ কি খ্রীষ্ট সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এবং বিশ্বাস সম্বন্ধে আমাদের ধারণা আরো গভীর করে তোলে?

- ভিন্ন খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর ও ধর্মবিশ্বাসী মানুষদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে সংলাপ শুরু করতে আপনাকে কি কি বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়?

- খ্রীষ্টিয় ঐক্য প্রচেষ্টা ও সংলাপ-এর ব্যাপারে আপনার ধর্মপল্লীতে আরো ও কি কাজ করা যায়?

উপসংহার

একাত্মতা ও একতা গড়ে তোলাই মানুষের অন্তরের গভীরতম বাসনা। কাথলিক সমপ্রদায়ের সদস্য হিসেবে আমরা বেশ ভাল ভাবেই অবগকত বিশ্বের সম্প্রদায়, মানুষ ও জাতি কিভাবে সংকীর্ণ ও স্বার্থপর কারণে মেরুভুত হয়ে পড়েছে । পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় ও খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী শিক্ষায় প্রণোদিত হয়ে আমরা আজ বিভিন্ন খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর ও বিশ্ব সম্প্রদায়ের সকল মানুষের ঐক্য গড়ে তোলার কাজে আহুত হয়েছি। খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর মধ্যে একতা ও মানবজাতির ঐক্য আমাদের কলকাতা ধর্মপ্রদেশের সকলের কাছেই অত্যন্ত গুরুত্রপূণ। তাই কাথলিক মণ্ডলীর সকল দায়বদ্ধ সদস্যকেই এই লক্ষে পৌছাতে তাদের নিজেদের জীবন পরিস্থিতিতে কাজ করতে হবে।।

সমাপন প্রার্থণা

ও মা মারীয়া, আমরা তোমার নিকট-ই ক্রন্দন করি। তোমার কাছেই আমাদের সকল প্রার্থণা জানাই। খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও ধর্মীয় সংলাপ এর এই প্রেরণকার্যে নিবেদিত আমাদের সকলকে তুমি আর্শীবাদ করো এবং আমাদের অভীষ্ট লক্ষে পৌছাতে আমাদের পরিচালিত করো।।

প্রিয় যীশু, তুমি তোমার সত্য সকলের কাছে প্রকাশ করে তাদের পরিত্রাণ করতে চাও। তোমার প্রেরিত পবিত্ররআত্মা দ্বারা আমাদের প্রত্যেককে অনুপ্রাণিত, পরিচালিত ও সবল করে তোলে যেন আমরা আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে সকল খ্রীষ্টভক্ত ও মণ্ডলীর মধ্যে খ্রীষ্টিয় ঐক্য স্থাপন করতে পারি এবং আগামী দিনগুলিতে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের মাধ্যমে আমরা যেন সৃষ্টির সংহতি ও মানবতার পুনঃ প্রতিষ্ঠার কাজে উদ্যোগি হতে পারি .. আমেন।।